২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯

# গ্রেপ্তার প্রশ্নে ছাড় পেলেন সরকারি চাকরিজীবীরা

## আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)-এর উদ্বেগ

আগামী ১ অক্টোবর ২০১৯ তারিখ হতে কার্যকর হতে যাওয়া সরকারি চাকরি আইন অনুযায়ী, কোনো সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে দায়ের করা ফৌজদারি মামলায় আদালত অভিযোগপত্র গ্রহনের আগে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর ওই কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করতে সরকার বা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিতে হবে। আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) মনে করে, এ ধারা কার্যকর হলে ক্ষমতার অপব্যবহার বাড়বে এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র সংকুচিত হবে। এছাড়া আইনের এ ধারাটি বাংলাদেশের সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক, যেখানে কোনরূপ বিভাজন বা বৈষম্য ব্যতিরেকে প্রতিটি নাগরিককে সমান অধিকার প্রদান করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০১৮ সালে জনপ্রশাসনের কাজে গতি আনার উদ্দেশ্যে এ আইনটি প্রণয়ন করার কথা বলা হলেও আইন প্রণয়নের শুরু থেকেই নাগরিক সংগঠনগুলো এর বিরোধিতা করে আসছে। আসক-এর পক্ষ থেকেও সংবাদ বিবৃতির মাধ্যমে আইনটির বিষয়ে উদ্বেগ ও শংকা জানানো হয়েছে। তথাপি নাগরিক সমাজের মতামতকে উপেক্ষা করে সংসদে আইনটি পাশ করা হয়, যা আগামী ১ অক্টোবর হতে কার্যকর হতে যাচ্ছে।

প্রায়শই গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কিংবা সরকারের বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তর-অধিদপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে নানা অপরাধমূলক কার্যকলাপে সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগ উঠছে। এমন প্রেক্ষাপটে আইনটিতে সন্নিবেশিত এ ধরনের সুযোগ সরকারি চাকুরীজীবীদের দায়মুক্তি প্রদানের প্রচেষ্টা বলে প্রতীয়মান হতে পারে। আসক আইনটি পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় সংশোধন আনার জন্য আবারও দাবি জানাচ্ছে।


Ain o Salish Kendra (ASK) is a human rights and legal aid resource centre in consultative status with UNECOSOC
2/16, Block-B, Lalmatia, Dhaka-1207, Bangladesh, P.o. Box: 3252, Tel: +88-02-8100192, 8100195, 8100197, Fax: +88-02 8100187
Email: ask@citechco.net, Website: www.askbd.org